সারা বছর কোরবানি ঈদের আমেজ পেতে
আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ জয়েন করুন:
BCB
BULL CLUB BANGLADESH

দৈনিক
বাংলাদেশের গরু ছাগলের হাট
The Daily Bangladesh er Goru Chagoler Haatt

বিশেষ সংস্করণ
২০২৫ সালের ক্যালেন্ডার
১৪৩১-৩২ বঙ্গাব্দ
১৪৪৬-৪৭ হিজ্‌রি

দিনাজপুর : সদর উপজেলার রেলবাজার পশুর হাট —ইত্তেফাক

বিভিন্ন স্থানে জমে উঠছে কোরবানির পশুর হাট

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে জমে উঠতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর হাট। হাটগুলোতে আমদানি হচ্ছে পর্যাপ্ত পশু। বাড়ছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়। তবে বাজারগুলোতে ছোট ও মাঝারি গরুর দাম তুলনামূলক বেশি। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

দিনাজপুর : কোরবানি উপলক্ষ্যে জেলায় ছোটবড় মিলিয়ে পশুর হাট বসে প্রায় ১৫০। গত কয়েক দিন এসব হাটে ঘুরে দেখা যায়, কোরবানির পশুর আমদানি হতে শুরু করেছে। তবে স্থানীয় ক্রেতাদের চেয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ক্রেতাদের সংখ্যাই বেশি। হাট সংশ্লিষ্টরা জানান, কোরবানির আরো কয়েক দিন বাকি রয়েছে। তাই পশু রাখার ঝক্কিঝামেলা এড়াতে স্থানীয় ক্রেতারা তেমন পশু কিনছে না। তবে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ক্রেতারাই মূলত পশু কিনছে বেশি। অন্যদিকে পশুর হাটের পাশাপাশি অনলাইনেও চলছে পশু বেচাকেনা। দিনাজপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আলতাব হোসেন জানান, কোরবানি উপলক্ষ্যে এবার জেলায় ২ লাখ ৫৯ হাজার ১৩৮টি পশু প্রস্তুত করেছেন খামারিরা। জেলার চাহিদা মিটিয়ে ২৮ হাজার ৬৩৬টি কোরবানির পশু দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা করা যাবে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামে জমে উঠেছে গরু-ছাগল বেচা-কেনা। ছোট ও মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি হওয়ায় তার মূল্য অনেকটা বেশি হাঁকছেন বিক্রেতারা। কুড়িগ্রাম জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. ইউনুছ আলী জানান, কুড়িগ্রাম জেলায় উদ্বৃত্ত কোরবানির পশুর সংখ্যা ৬৯ হাজার ৩১৪টি। দাম গত বছরের থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেলেও ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকবে।

কাহারোল (দিনাজপুর) : উপজেলার উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ কাহারোল গরুর হাটে ক্রেতা ও বিক্রেতায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। কাহারোল হাটের গরু রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার গরুর ব্যাপারী মো. আক্কাশ আলী জানান, এবার প্রচুর পরিমাণে গরু আমদানি হয়েছে কিন্তু গত বারের তুলনায় এবার দাম বেশি। দিনাজপুর শহরের রামনগর এলাকার কোরবানির জন্য গরু ক্রয় করতে আসা মো. রফিক জানান, এবার বাজারে ছোট ও মাঝারি গরুর দাম বেশি।

বিজয়নগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : উপজেলার ১২টি স্থানে হাট বসেছে। ইসলামপুর বাজারের ইজারাদার শাহিন মোল্লা ও মনিরুল ইসলাম মাহি জানান, বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ কোরবানির পশু উঠেছে। হাট জমে উঠতে শুরু করেছে বেচা-কেনা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ ইরফান উদ্দিন আহমেদ বলেন, উপজেলা প্রশাসন সব বাজার মনিটরিং করছে। যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) : খামারি ও ব্যাপারীরা জানান, এ বছর গরু পালনে খরচ বাড়লেও আশানুরূপ দাম বলছেন না ক্রেতারা। দিরাই উপজেলার সবচেয়ে বড় পশুর হাট দিরাই হেলিপ্যাড মাঠ। দেশের বিভিন্ন জেলার ব্যাপারী ও স্থানীয় লোকজন সপ্তাহে শুক্র ও সোমবার এ হাটে গরু বেচাকেনা করেন। খামারি জমির মিয়া বলেন, গো-খাদ্যের দাম বেশি। কিন্তু ক্রেতারা দাম বলছেন কম।

বটিয়াঘাটা (খুলনা) : উপজেলার ভান্ডারকোট স্কুল মাঠে কোরবানির হাট জমে উঠেছে। এছাড়া বাইনতলাসহ বিভিন্ন হাটে কোরানির পশু কেনাবেচা হচ্ছে। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. এস এম আয়ুব আলী বলেন, আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ জুন কোরবানির হাটে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমাদের লোক থাকবে।

> **ছোট ও মাঝারি গরুর দাম বেশি**
>
> দিনাজপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা **মো. আলতাব হোসেন** জানান, কোরবানি উপলক্ষ্যে এবার জেলায় ২ লাখ ৫৯ হাজার ১৩৮টি পশু প্রস্তুত করেছেন খামারিরা। জেলার চাহিদা মিটিয়ে ২৮ হাজার ৬৩৬টি কোরবানির পশু দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা করা যাবে।

প্রচুর গরু উঠেছে তবে বিক্রি কম

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে দ্বিতীয় দিনের মতো রাজধানীর পশুর হাটে বেচাকেনা শুরু হয়েছে। তবে এখনো জমে ওঠেনি পশুর হাট। হাটে ক্রেতা কম, দর্শনার্থী বেশি। সবাই ঘুরে ঘুরে গরু দেখছেন, কিন্তু তেমন কেউ কিনেছেন না। বিক্রেতারা বলছেন, বেশির ভাগই ঈদের আগের দিন পশু কেনেন। কারণ তাদের রাখার জায়গা নেই। এজন্য হাট জমতে একটু সময় লাগবে।

বিশাল এলাকা জুড়ে রাজধানীর আফতাবনগরে গরুর হাট বসেছে। কয়েক দিন আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকাররা গরু আনতে শুরু করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় হাটে ট্রাকে ট্রাকে ঢুকছে গরু। হাট ঘুরে প্রচুর পরিমাণে গরু দেখা গেলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি এখনো সেভাবে দেখা যায়নি। এছাড়া বিক্রেতারা প্রতিটি গরুর দাম বেশি চাচ্ছেন। বিশেষ করে মাঝারি সাইজের গরুর দাম অতিরিক্ত হাঁকছেন বিক্রেতারা। অন্যদিকে যে অল্প সংখ্যক ক্রেতারা হাটে আসছেন, তারা শুধু দাম সম্পর্কে জানছেন। খুব কম সংখ্যক ক্রেতা গরু কিনছেন। সেই কারণে হাটে স্থাপিত হাসিল বুথগুলোও ফাঁকা দেখা গেছে।

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

ঈদুল আজহা সামনে রেখে রাজধানীতে আসছে কুরবানির পশু। বৃহস্পতিবার গাবতলী হাটে যুগান্তর

জানুয়ারি
পৌষ-মাঘ
রজব-শাবান

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
৩১ ১৭ ১					১ ১৭ ১	২ ১৮ ২
৩ ১৯ ৩	৪ ২০ ৪	৫ ২১ ৫	৬ ২২ ৬	৭ ২৩ ৭	৮ ২৪ ৮	৯ ২৫ ৯
১০ ২৬ ১০	১১ ২৭ ১১	১২ ২৮ ১২	১৩ ২৯ ১৩	১৪ ৩০ ১৪	১৫ ১ ১৫	১৬ ২ ১৬
১৭ ৩ ১৭	১৮ ৪ ১৮	১৯ ৫ ১৯	২০ ৬ ২০	২১ ৭ ২১	২২ ৮ ২২	২৩ ৯ ২৩
২৪ ১০ ২৪	২৫ ১১ ২৫	২৬ ১২ ২৬	২৭ ১৩ ২৭	২৮ ১৪ ২৮	২৯ ১৫ ২৯	৩০ ১৬ ৩০

ফেব্রুয়ারি
মাঘ-ফাল্গুন
শাবান

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
	১ ১৮ ২	২ ১৯ ৩	৩ ২০ ৪	৪ ২১ ৫	৫ ২২ ৬	৬ ২৩ ৭
৭ ২৪ ৮	৮ ২৫ ৯	৯ ২৬ ১০	১০ ২৭ ১১	১১ ২৮ ১২	১২ ২৯ ১৩	১৩ ৩০ ১৪
১৪ ১ ১৫	**১৫** ২ ১৬	১৬ ৩ ১৭	১৭ ৪ ১৮	১৮ ৫ ১৯	১৯ ৬ ২০	২০ ৭ ২১
২১ ৮ ২২	২২ ৯ ২৩	২৩ ১০ ২৪	২৪ ১১ ২৫	২৫ ১২ ২৬	২৬ ১৩ ২৭	২৭ ১৪ ২৮
২৮ ১৫ ২৯						

মার্চ
ফাল্গুন-চৈত্র
রমজান-শাওয়াল

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
	১ ১৬ ১	২ ১৭ ২	৩ ১৮ ৩	৪ ১৯ ৪	৫ ২০ ৫	৬ ২১ ৬
৭ ২২ ৭	৮ ২৩ ৮	৯ ২৪ ৯	১০ ২৫ ১০	১১ ২৬ ১১	১২ ২৭ ১২	১৩ ২৮ ১৩
১৪ ২৯ ১৪	১৫ ১ ১৫	১৬ ২ ১৬	১৭ ৩ ১৭	১৮ ৪ ১৮	১৯ ৫ ১৯	২০ ৬ ২০
২১ ৭ ২১	২২ ৮ ২২	২৩ ৯ ২৩	২৪ ১০ ২৪	২৫ ১১ ২৫	**২৬** ১২ ২৬	২৭ ১৩ ২৭
২৮ ১৪ ২৮	**২৯** ১৫ ২৯	**৩০** ১৬ ৩০	**৩১** ১৭ ১			

এপ্রিল
চৈত্র-বৈশাখ
শাওয়াল-জিলক্বদ

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
				১ ১৮ ২	**২** ১৯ ৩	৩ ২০ ৪
৪ ২১ ৫	৫ ২২ ৬	৬ ২৩ ৭	৭ ২৪ ৮	৮ ২৫ ৯	৯ ২৬ ১০	১০ ২৭ ১১
১১ ২৮ ১২	১২ ২৯ ১৩	১৩ ৩০ ১৪	**১৪** ১ ১৫	১৫ ২ ১৬	১৬ ৩ ১৭	১৭ ৪ ১৮
১৮ ৫ ১৯	১৯ ৬ ২০	২০ ৭ ২১	২১ ৮ ২২	২২ ৯ ২৩	২৩ ১০ ২৪	২৪ ১১ ২৫
২৫ ১২ ২৬	২৬ ১৩ ২৭	২৭ ১৪ ২৮	২৮ ১৫ ২৯	২৯ ১৬ ১	৩০ ১৭ ২	

মে
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
জিলক্বদ-জিলহজ্ব

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
৩০ ১৬ ২	৩১ ১৭ ৩					**১** ১৮ ৩
২ ১৯ ৪	৩ ২০ ৫	৪ ২১ ৬	৫ ২২ ৭	৬ ২৩ ৮	৭ ২৪ ৯	৮ ২৫ ১০
৯ ২৬ ১১	১০ ২৭ ১২	**১১** ২৮ ১৩	১২ ২৯ ১৪	১৩ ৩০ ১৫	১৪ ৩১ ১৬	১৫ ১ ১৭
১৬ ২ ১৮	১৭ ৩ ১৯	১৮ ৪ ২০	১৯ ৫ ২১	২০ ৬ ২২	২১ ৭ ২৩	২২ ৮ ২৪
২৩ ৯ ২৫	২৪ ১০ ২৬	২৫ ১১ ২৭	২৬ ১২ ২৮	২৭ ১৩ ২৯	২৮ ১৪ ৩০	২৯ ১৫ ১

জুন
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
জিলহজ্ব-মহররম

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
		১ ১৮ ৪	২ ১৯ ৫	৩ ২০ ৬	৪ ২১ ৭	**৫** ২২ ৮
৬ ২৩ ৯	**৭** ২৪ ১০	**৮** ২৫ ১১	**৯** ২৬ ১২	**১০** ২৭ ১৩	১১ ২৮ ১৪	১২ ২৯ ১৫
১৩ ৩০ ১৬	১৪ ৩১ ১৭	১৫ ১ ১৮	১৬ ২ ১৯	১৭ ৩ ২০	১৮ ৪ ২১	১৯ ৫ ২২
২০ ৬ ২৩	২১ ৭ ২৪	২২ ৮ ২৫	২৩ ৯ ২৬	২৪ ১০ ২৭	২৫ ১১ ২৮	২৬ ১২ ২৯
২৭ ১৩ ১	২৮ ১৪ ২	২৯ ১৫ ৩	৩০ ১৬ ৪			

জুলাই
আষাঢ়-শ্রাবণ
মহররম-সফর

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
				১ ১৭ ৫	২ ১৮ ৬	৩ ১৯ ৭
৪ ২০ ৮	৫ ২১ ৯	**৬** ২২ ১০	৭ ২৩ ১১	৮ ২৪ ১২	৯ ২৫ ১৩	১০ ২৬ ১৪
১১ ২৭ ১৫	১২ ২৮ ১৬	১৩ ২৯ ১৭	১৪ ৩০ ১৮	১৫ ৩১ ১৯	১৬ ১ ২০	১৭ ২ ২১
১৮ ৩ ২২	১৯ ৪ ২৩	২০ ৫ ২৪	২১ ৬ ২৫	২২ ৭ ২৬	২৩ ৮ ২৭	২৪ ৯ ২৮
২৫ ১০ ২৯	২৬ ১১ ১	২৭ ১২ ২	২৮ ১৩ ৩	২৯ ১৪ ৪	৩০ ১৫ ৫	৩১ ১৬ ৬

আগস্ট
শ্রাবণ-ভাদ্র
সফর-রবিঃ আউঃ

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
১ ১৭ ৭	২ ১৮ ৮	৩ ১৯ ৯	৪ ২০ ১০	৫ ২১ ১১	৬ ২২ ১২	৭ ২৩ ১৩
৮ ২৪ ১৪	৯ ২৫ ১৫	১০ ২৬ ১৬	১১ ২৭ ১৭	১২ ২৮ ১৮	১৩ ২৯ ১৯	১৪ ৩০ ২০
১৫ ৩১ ২১	**১৬** ১ ২২	১৭ ২ ২৩	১৮ ৩ ২৪	১৯ ৪ ২৫	২০ ৫ ২৬	২১ ৬ ২৭
২২ ৭ ২৮	২৩ ৮ ২৯	২৪ ৯ ৩০	২৫ ১০ ১	২৬ ১১ ২	২৭ ১২ ৩	২৮ ১৩ ৪
২৯ ১৪ ৫	৩০ ১৫ ৬	৩১ ১৬ ৭				

সেপ্টেম্বর
ভাদ্র-আশ্বিন
রবিঃ আউঃ-রবিঃ সানি

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
			১ ১৭ ৮	২ ১৮ ৯	৩ ১৯ ১০	৪ ২০ ১১
৫ ২১ ১২	৬ ২২ ১৩	৭ ২৩ ১৪	৮ ২৪ ১৫	৯ ২৫ ১৬	১০ ২৬ ১৭	১১ ২৭ ১৮
১২ ২৮ ১৯	১৩ ২৯ ২০	১৪ ৩০ ২১	১৫ ৩১ ২২	১৬ ১ ২৩	১৭ ২ ২৪	১৮ ৩ ২৫
১৯ ৪ ২৬	২০ ৫ ২৭	২১ ৬ ২৮	২২ ৭ ২৯	২৩ ৮ ১	২৪ ৯ ২	২৫ ১০ ৩
২৬ ১১ ৪	২৭ ১২ ৫	২৮ ১৩ ৬	২৯ ১৪ ৭	৩০ ১৫ ৮		

অক্টোবর
আশ্বিন-কার্তিক
রবিঃ সানি-জমাঃ আউঃ

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
৩১ ১৫ ৯					**১** ১৬ ৯	**২** ১৭ ১০
৩ ১৮ ১১	৪ ১৯ ১২	৫ ২০ ১৩	৬ ২১ ১৪	৭ ২২ ১৫	৮ ২৩ ১৬	৯ ২৪ ১৭
১০ ২৫ ১৮	১১ ২৬ ১৯	১২ ২৭ ২০	১৩ ২৮ ২১	১৪ ২৯ ২২	১৫ ৩০ ২৩	১৬ ৩১ ২৪
১৭ ১ ২৫	১৮ ২ ২৬	১৯ ৩ ২৭	২০ ৪ ২৮	২১ ৫ ২৯	২২ ৬ ৩০	২৩ ৭ ১
২৪ ৮ ২	২৫ ৯ ৩	২৬ ১০ ৪	২৭ ১১ ৫	২৮ ১২ ৬	২৯ ১৩ ৭	৩০ ১৪ ৮

নভেম্বর
কার্তিক-অগ্রহায়ণ
জমাঃ আউঃ-জমাঃ সানি

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
	১ ১৬ ১০	২ ১৭ ১১	৩ ১৮ ১২	৪ ১৯ ১৩	৫ ২০ ১৪	৬ ২১ ১৫
৭ ২২ ১৬	৮ ২৩ ১৭	৯ ২৪ ১৮	১০ ২৫ ১৯	১১ ২৬ ২০	১২ ২৭ ২১	১৩ ২৮ ২২
১৪ ২৯ ২৩	১৫ ৩০ ২৪	১৬ ১ ২৫	১৭ ২ ২৬	১৮ ৩ ২৭	১৯ ৪ ২৮	২০ ৫ ২৯
২১ ৬ ৩০	২২ ৭ ১	২৩ ৮ ২	২৪ ৯ ৩	২৫ ১০ ৪	২৬ ১১ ৫	২৭ ১২ ৬
২৮ ১৩ ৭	২৯ ১৪ ৮	৩০ ১৫ ৯				

ডিসেম্বর
অগ্রহায়ণ-পৌষ
জমাঃ সানি-রজব

শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ
			১ ১৬ ১০	২ ১৭ ১১	৩ ১৮ ১২	৪ ১৯ ১৩
৫ ২০ ১৪	৬ ২১ ১৫	৭ ২২ ১৬	৮ ২৩ ১৭	৯ ২৪ ১৮	১০ ২৫ ১৯	১১ ২৬ ২০
১২ ২৭ ২১	১৩ ২৮ ২২	১৪ ২৯ ২৩	১৫ ৩০ ২৪	**১৬** ১ ২৫	১৭ ২ ২৬	১৮ ৩ ২৭
১৯ ৪ ২৮	২০ ৫ ২৯	২১ ৬ ১	২২ ৭ ২	২৩ ৮ ৩	২৪ ৯ ৪	**২৫** ১০ ৫
২৬ ১১ ৬	২৭ ১২ ৭	২৮ ১৩ ৮	২৯ ১৪ ৯	৩০ ১৫ ১০	৩১ ১৬ ১১	

সাধারণ ছুটি ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি (০৮ ফাল্গুন) শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ২৬ মার্চ (১২ চৈত্র) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। ২৮ মার্চ (১৪ চৈত্র) জুমাতুল বিদা। *৩১ মার্চ (১৭ চৈত্র) ঈদ-উল-ফিতর। ০১ মে (১৮ বৈশাখ) মে দিবস। *১১-মে (২৮ বৈশাখ) বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)। *৭ জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ) ঈদ-উল-আযহা। ১৬ আগস্ট (১ ভাদ্র) শুভ জন্মাষ্টমী। *৫ সেপ্টেম্বর (২১ ভাদ্র) ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সাঃ)। ০২ অক্টোবর (১৭ আশ্বিন) দুর্গাপূজা (বিজয়া দশমী)। ১৬ ডিসেম্বর (০১ পৌষ) বিজয় দিবস। ২৫ ডিসেম্বর (১০ পৌষ) যীশু খ্রীস্টের জন্মদিন (বড় দিন)।

নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঃ *১৫ ফেব্রুয়ারি (০২ ফাল্গুন) শব-ই-বরাত। *২৮ মার্চ (১৪ চৈত্র) শব-ই-ক্বদর। *২৯ মার্চ ও ০২ এপ্রিল (১৫ ও ১৯ চৈত্র) ঈদ-উল-ফিতর (ঈদের পূর্বের ০২ দিন ও পরের ০২ দিন)। ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ) বাংলা নববর্ষ। *০৫ ও ১০ জুন (২২ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ) ঈদ-উল-আযহা (ঈদের পূর্বের ০২ দিন ও পরের ০৩ দিন)। *০৬ জুলাই (২২ আষাঢ়) আশুরা, ০১ অক্টোবর (১৬ আশ্বিন) দুর্গাপূজা (নবমী)।

* চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।

জমজমাট রাজধানীর পশুহাট

যুগান্তর প্রতিবেদন

জমজমাট রাজধানীর দুই সিটির স্থায়ী ও অস্থায়ী কুরবানির পশুর হাট। বৃষ্টির মধ্যেও মঙ্গলবার সকাল থেকে বেশ জমে ওঠে বেচাকেনা। ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতিতে সরব প্রতিটি হাট। সহনীয় দামে পছন্দের পশু কিনতে পেরে স্বস্তি দেখা গেছে ক্রেতাদের। বিক্রি জমে ওঠায় বিক্রেতাদের মুখেও হাসি ফুটেছে। শুরুর দিকে বিক্রেতারা যেমন দাম হাঁকছিলেন, বিক্রি জমে

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
হাট! হাট!! হাট!!! হাট! হাট!! হাট!!!
ঐতিহাসিক নয়াবাজারে বিরাট গরু-ছাগলের হাট
স্থান ঃ নয়াবাজার নবাব ইউসুফ রোড, ঢাকা।
✪ পাইকারদের থাকা, খাওয়া, পানি, ব্যাংকিং ও পূর্ণ নিরাপত্তার সু-ব্যবস্থা আছে।
✪ ক্রেতা ভাইদের জন্য গাড়ী পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা আছে।
ব্যবস্থাপনায় ঃ
হাজী মোঃ আনসার উল্লাহ, আইয়ুব খান, মোঃ জহির, আক্তার, নোয়াব, আঃ হাই, মিন্টু, ছোট দেলোয়ার, আশরাফ, নুরুল ইসলাম, জব্বার, আবুল, বিল্লাল, মুনির, মন্টু, দেবাশীষ, মহসিন, স্বপন, কবির, শিমুল, হাজী আঃ হামিদ।
ইজারাদার ঃ
হাজী মোঃ লাহউদ্দিন
মোঃ মুসা ভাই
মোঃ দেলোয়ার
মোঃ কিরণ
Choudhury Ad.

ঈদ মোবারক

৭ই জুন ২০২৫ পালিত হবে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা

আগামী ৭ই জুন ২০২৫ পালিত হবে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা (চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল)। সেই হিসাবে ঈদের পূর্বের ০২ দিন ও পরের ০৩ দিন সহ মোট ০৬ দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) : বিক্রির উদ্দেশ্যে রাণীরবন্দর হাটে আনা গরু নামানো হচ্ছে —ইত্তেফাক

ছোট ও মাঝারি পশুর চাহিদা বেশি

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

আর মাত্র কয়েক দিন পরেই মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। এই ঈদকে সামনে রেখে শেষ মুহূর্তে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট। ক্রেতা, বিক্রেতা ও পাইকারদের পদচারণায় মুখর হাটগুলো। হাটে সব ধরনের পশু উঠলেও ক্রেতাদের কাছে ছোট ও মাঝারি গরুর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। আমাদের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) : চিরিরবন্দরে ছোট-বড় নানা ধরনের গরুতে ভরে গেছে হাট। তবে হাটে বড় গরুর চেয়ে ছোট ও মাঝারি গরু বেশি চোখে পড়েছে। এসব গরুর প্রতি ক্রেতাদের চাহিদাও বেশি। খামারি আব্দুল মমিন জানান, গরুর খাবারের দাম বেশি। বছরে একটি গরুর পালনে ১৪ থেকে ১৮ হাজার টাকা খরচ হয়। হাটের ইজারাদার হাজী আতিকুর রহমান বলেন, গরু ক্রেতা-বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ে মাইক দিয়ে সচেতন করা হচ্ছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আবুল সারফারাজ হোসেন বলেন, এই উপজেলায় প্রায় ২৮ হাজার গরু মোটাতাজাকরণ করা হয়েছে।

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) : উপজেলার বাইশারী বাজারের গরু ব্যবসায়ী আবদুস সালাম জানান, এ বছর প্রচুর পরিমাণ গরু মানুষের কাছে রয়েছে। তবে বেচাবিক্রিও কম। ঘুমধুম সীমান্তঘেঁষা টিভি টাওয়ার বৃহত্তর গরু বাজারের ইজারাদার ছৈয়দুল বশর জানান, ক্রেতাদের সুবিধার স্বার্থে এখানে বিক্রেতাদের নানান সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে র‌্যাব ১৫ সিসিপি-২, হোয়াইকং ক্যাম্প কমান্ডার ডিএডি সিরাজুল ইসলাম জানান, র‌্যাবের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন সার্বক্ষণিক বাজারে রয়েছে এবং চেক পয়েন্টসহ নজরদারিও রয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ পরিদর্শক টান্টু সাহা বলেন, প্রতিটি বাজারে পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) : উপজেলার বিভিন্ন পশুর হাটে বড় খাসির চাহিদা বেশি থাকলেও মাঝারি আকারের গরুর চাহিদা অনেক বেশি। ৬০-৮০ হাজার টাকার মধ্যেই এগুলো বিক্রি হচ্ছে। রাজারহাট সদর বাজারের ব্যাবসায়ী মেহেরুজ্জামান লেবু দোকানে বসেই ১২ হাজার টাকা দিয়ে পছন্দের খাসিটি কিনতে পেরে অনেক খুশি। উপজেলা উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান জানান, উপজেলায় কোরবানির জন্য এবার প্রায় ২৬ হাজার ১০৬টি পশু প্রস্তুত রয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ড. মাহফুজার রহমান বলেন, উপজেলায় চারটি পশুর হাটে আমাদের মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। রাজারহাট থানার দায়িত্বরত ডিউটি অফিসার মো. ইসমাইল হোসেন (এএসআই) জানান, প্রতিটি পশুর হাটে হাট কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে আমাদের একাধিক টিম কাজ করছে।

তালা (সাতক্ষীরা) : উপজেলায় ১৮ হাজার ৯২৭টি পশু প্রস্তুত করেছেন খামারিরা। তালা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. সঞ্জয় বিশ্বাস জানান, খামারিরা যাতে কোনো প্রকার স্টেরয়েড ও হরমোন ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য মেডিক্যাল টিম সার্বক্ষণিক কাজ করছে। বিভিন্ন হাটে করা হচ্ছে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

তিতাস (কুমিল্লা) : উপজেলার ১৩টি পশুর হাটে পর্যাপ্ত পশু উঠলেও রবিবার বেচাকেনা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। একাধিক হাটের ইজারাদার জানান, শেষ দুয়েক দিন বেচাকেনা বেশি হবে। সাতানী ইউপি চেয়ারম্যান সামছুল হক সরকার জানান, আশপাশে একাধিক পশুর হাট বসার কারণে গাবতলী সরকার বাড়ি অস্থায়ী পশুর হাটটি বন্ধ রাখা হয়েছে। তিতাস থানার ওসি সুধীন চন্দ্র দাস বলেন, প্রতিটি হাটে টহল টিম বাজার মনিটরিং করছে।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) : হাটে প্রচুর গরুর আমদানি হলেও সে অনুপাতে গরু বিক্রি কম। তবে কোরবানি ঘনিয়ে আসায় অন্যান্য দিনের তুলনায় বিক্রি বাড়ছে। উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, দিরাইয়ে এবার স্থায়ী ও অস্থায়ী মোট তিনটি পশুর হাট বসেছে। দিরাই থানার ওসি কাজী মোক্তাদির হোসেন বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতারা যাতে নির্বিঘ্নে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন সেজন্য পুলিশ তৎপর রয়েছে।

> **কোরবানির হাট জমে উঠেছে**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
বিরাট গরু ছাগলের হাট
তারিখ ঃ ৩০শে মে হইতে ঈদের দিন পর্যন্ত।
স্থান ঃ ব্রাদার্স ক্লাব প্রাঙ্গন
(মধুমিতা সিনেমা হলের পিছনের মাঠ)
পাইকারদের থাকা খাওয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাসহ
সম্মানিত ক্রেতাদের গাড়ী রাখার ব্যবস্থা আছে।
ইজারাদারঃ ব্রাদার্স ক্লাব
ব্যবস্থাপনায় ঃ
মোঃ সানোয়ার, মোঃ সাদেক মিঞা

চাহিদার শীর্ষে এক থেকে দেড় লাখ টাকার গরু
দরকষাকষিতে সরগরম হাট

শিপন হাবীব ও হুমায়ুন কবির

কুরবানির পশুর হাট ধীরে ধীরে জমে উঠছে। রাজধানীর ২০টি হাটে রোববারও ট্রাকে ট্রাকে ঢুকেছে গরু-মহিষ, ছাগল। ক্রেতা সমাগম থাকলেও সেভাবে বিক্রি এখনো শুরু হয়নি। দর-দাম যাচাই করেই সময় পার করছেন ক্রেতারা। ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভাষ্য, এবার সব হাটেই পশুর দাম কিছুটা বেশি। কিছু ক্ষেত্রে গত বছরের চেয়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি দাম চাওয়া হচ্ছে। দাম একটু কমাতে চলছে দরকষাকষি পর্ব। ইজারাদাররা বলছেন, ১-২ দিনের মধ্যে হাটগুলো জমে উঠবে। অনেক স্থানে ব্যস্ততম সড়কেই গরুর হাট দেখা গেছে। এ কারণে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া পাড়া-মহল্লার অলিগলিতে ছাগল বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে। রোববার ঢাকার বিভিন্ন হাটে ও পাড়া-মহল্লায় সরেজমিন এমন চিত্রের দেখা মিলেছে।

ব্যাপারীরা শুরু থেকেই বেশি দাম চাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন ক্রেতারা। বিক্রেতাদের ভাষ্য, বেশি দামে গরু কিনে কম দামে বিক্রি করলে আমাদের লোকসান হবে। তারা বলেন, এবার মাঝারি সাইজ অর্থাৎ এক থেকে দেড় লাখ টাকা দামের গরুর প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি। তারা ঘুরেফিরে এ ধরনের গরুর কাছেই ঘেঁষছেন। কিন্তু দাম বলছেন কম, কেউ কেউ এক লাখ টাকার কম দাম বলে চলে যাচ্ছেন। ফলে সেভাবে বিক্রি হচ্ছে না। তবে বাজেট আর পছন্দ মিলে গেলে কেউ কেউ পশু কিনেও ফেলছেন। অনেক ক্রেতা বলছেন, যেহেতু হাতে সময় আছে, অবস্থা দেখে ও বুঝে আরও পরে পশু কিনবেন।

বিক্রেতারা বলছেন, ক্রেতারা এখনো পশু কেনা শুরু না করায় বাজারের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না। ঈদ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে বেচাকেনা জমে উঠবে। বিভিন্ন হাটে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টাই কুরবানির পশু আসছে। ক্রেতার আগ্রহ বেশি থাকায় মাঝারি ধরনের গরুর সংখ্যাই বেশি। বড় গরুও আছে অনেক। অস্থায়ীভাবে পশু খাদ্য বিক্রি করতে দেখা গেছে। হাট ঘিরে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাহারা আছে। এছাড়া ইজারাদারদের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি মাইকে অপরিচিত লোকের দেওয়া কিছু না খাওয়ার ঘোষণা দিতে শোনা যাচ্ছে।

রাজধানীর শাহজাহানপুর হাটে রোববার দুপুরেও ট্রাকে ট্রাকে গরু ঢুকছে। সিরাজগঞ্জের ব্যাপারী হারুন মিয়া দুটি ট্রাকে ২৪টি গরু এনেছেন। ২০ বছর ধরে গরু বিক্রি করছেন জানিয়ে বলেন, এবার গরুর দাম বেশি। কেনা হয়েছে বেশি দামে। খাবারের দাম ও ট্রাক ভাড়া অন্য যে কোনো বছরের চেয়ে বেশি। শ্রমিকের মজুরি বেশি। একটি গরু হাট পর্যন্ত পৌঁছাতে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা বাড়তি খরচ হয়। হাটে আরও ৩-৪ দিন

■ পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২
● আরও খবর ও ছবি : পৃষ্ঠা ৩

রাজধানীর পোস্তগোলায় রোববার ট্রলার থেকে নামানো হচ্ছে গরু যুগান্তর

কোরবানির গরু কেনার গল্প পড়তে ভিসিট করুন
আমাদের ব্লগ:
www.bdgch.com

জমজমাট রাজধানীর পশুহাট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওঠার পর তারা সেই চড়া দাম থেকে কিছুটা হলেও সরে এসেছেন। তবে হাটভেদে পশুর দরদামের পার্থক্য রয়েছে। আজ হাটে পশু বিক্রি আরও বাড়বে—এমন অভিমত সংশ্লিষ্টদের।

মোহাম্মদপুরের বছিলাহাটে মঙ্গলবার সকালে গিয়ে দেখা যায়, বিক্রি জমজমাট। কিছুক্ষণ পরপরই গরু কিনে হাট থেকে বের হচ্ছেন ক্রেতারা। একেকটি গরু ১ লাখ ২০ হাজার, ১ লাখ ৩৫ হাজার, এক লাখ ৪৭ হাজার টাকা থেকে এক লাখ ৬২ হাজার টাকায় কিনে নিতে দেখা গেছে। পছন্দের পশু কিনে ট্রাকে বা দড়ি ধরে বাড়ি ফিরছেন ক্রেতারা।

মোহাম্মদপুর হাউজিং লিমিটেডের বাসিন্দা ইকবাল হোসেন বছিলাহাট থেকে একটি ষাঁড় কিনেছেন ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকায়। প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাটে দেশি গরুর সমাগম হয়েছে। গত বছরের চেয়ে দাম বেশি হলেও পছন্দের গরু কিনতে পারায় আমরা খুশি।

এদিকে সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ায় হাটগুলো কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কিছু গরুর উপরে থাকলেও অনেক গরুর উপরেই ছাউনি নেই। গরুর গোবর আর বৃষ্টির পানি মিলেমিশে একাকার। এ অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতারা বেশ ভোগান্তিতে পড়েছেন।

এদিকে বাজেটের মধ্যে পশু পেয়ে ক্রেতারা খুশি হলেও বেপারি ও খামারিরা প্রত্যাশিত দাম না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। গোখাদ্য ও গরুর পালনের খরচ বাড়ায় প্রত্যাশিত দাম পাওয়া নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তারা। মঙ্গলবার দুপুরে হাজারীবাগ বেড়িবাঁধ বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন হাটে পাবনার বেড়ার রফিকউল্লাহ একটি গরুর দাম হাঁকেন ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। ১০-১৫ মিনিট দামদর করার পর ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকায় গরুটি কেনেন ধানমন্ডির বাসিন্দা রাশেদ হোসেন। এ বিষয়ে বিক্রেতা রফিকউল্লাহ বলেন, হাটে প্রচুর গরু। সময়ও কম তাই কোনোরকম খরচ উঠিয়ে গরুটি বিক্রি করে দিলাম।

গরুর দাম বুঝতে কমলাপুর হাট ঘুরে দেখেছেন পুরান ঢাকার বাসিন্দা আব্দুর রহমান। তিনি বলেন, দুদিন হাট ঘুরে মনে